প্রথম আলো

তারিখ .... 27 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

কাসেম বিন আবুবাকার

নতুন শ্রেণির পাঠক তৈরি করেছেন তিনি

এএফপি ●

১৯৭৮ সালে প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন কাসেম বিন আবুবাকার। *ফুটন্ত গোলাপ* নামের ইসলামি ভাবধারার সেই উপন্যাস প্রায় এক দশক পাত্তা পায়নি প্রকাশকদের কাছে। কিন্তু দুই নর-নারীর প্রেমের কাহিনি নিয়ে লেখা বইটি প্রকাশের পর বেশ পাঠকপ্রিয়তা পায়। বিশেষ করে দেশের গ্রামীণ ও রক্ষণশীল সমাজের তরুণীদের কাছে উপন্যাসটি খুবই জনপ্রিয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দাবি করেছেন।

উপন্যাস লেখা কেন শুরু করলেন, এমন প্রশ্নের জবাবে আবুবাকার বলেন, '১৯৭০-এর দশকে বই বিক্রি করতাম আমি। তখনই আমার মনে হয়, বেশির ভাগ উপন্যাসই অভিজাত ও আধুনিক বাংলাদেশিদের নিয়ে লেখা হচ্ছে।'

ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব থেকে বাংলাদেশের ধর্মানুরাগী গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনেকটাই আলাদা। আর সেখানেই বাস করে এ দেশের ১৬ কোটি মানুষের বড় অংশ। আবুবাকার বলছেন, সেই শূন্যতা পূরণেই উপন্যাস লেখা শুরু করেন তিনি।

নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে কাসেম বিন আবুবাকার বলেন, 'মেয়েরা আমাকে নিজেদের রক্ত দিয়ে লেখা চিঠি পাঠায়। অনেকে আবার আমাকে বিয়ে করার জন্য পাগল।' কিন্তু একসময় নিজের উপন্যাস ছাপাতে প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে এই লেখককে।

আবুবাকার বলেন, 'তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, মোল্লাদের লেখা উপন্যাস নাকি বিক্রি হয় না।' পরে এক প্রকাশকের কাছে বইটির স্বত্ব মাত্র এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন তিনি। আর তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার পর রাতারাতি বিখ্যাত হন। এরপর থেমে থাকেননি আবুবাকার। এক ডজনের বেশি বই লিখেছেন। এসবের বিষয়বস্তু মূলত মসজিদ, বোরকা পরা নারী এবং তথাকথিত 'কুরুচিপূর্ণ ও নষ্ট জীবনাচরণ' ছেড়ে ধর্মের পথে আসা তরুণেরা।

কাসেম বিন আবুবাকারের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আরেক লেখক সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ বলেন, মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁর বই বেশ জনপ্রিয়। এসব শিক্ষার্থী আবুবাকারের লেখা বইয়ের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে। একই সঙ্গে এসব বইয়ের ভাষাও তাদের পরিচিত।

আর সাংবাদিক কদরুদ্দিন শিশির বলেন, 'আবুবাকার এক নতুন শ্রেণির পাঠক তৈরি করেছেন, যাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থায় আগে কখনোই ছিলেন না। গ্রামাঞ্চলে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে তাঁর লেখা বই শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে মনে করা হয়।'

আবুবাকার জানান, প্রতিদিন ভক্তদের লেখা অনেক চিঠি আসে তাঁর কাছে। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন যে ডাকপিয়ন চিঠি নিয়ে আসেন, তিনি এখন আমাদের পরিবারের স্থায়ী সদস্য হয়ে গেছেন।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর